TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

# ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ▫ আগরতলা ▫ পশ্চিম ত্রিপুরা ▫ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নংঃ                                                    তারিখ ঃ

প্রেস রিলিজ

মহিলা কমিশন

(১)

## প্রতিবন্ধী মেয়েকে প্রতারণার প্রতিবাদ জানায় মহিলা কমিশন

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন বিগত ২৩/১১/০৯ তারিখে মেলাঘরে এক প্রতিবন্ধী মেয়ের সঙ্গে প্রতারণার ঘটনা তদন্ত করতে গিয়েছিল। পূর্ব চন্ডীগড় গাঁওসভার দেবপাড়ায় ˚অপু দেবের জরাজীর্ণ বাড়িটিতে গিয়ে প্রতিবন্ধী মেয়ের প্রতারিত হয়ে কুমারী অবস্থায় মা হবার দুঃখজনক ঘটনাটি জানতে পারে। কমিশন সদস্যরা প্রতিবন্ধী নির্যাতিতা রীতা দেব (কল্পিত নাম) ও তার মায়ের সঙ্গে কথা বলেন। কমিশন সদস্যদের সঙ্গে মেলাঘর থানা থেকে ঘটনাটির তদন্তকারী পুলিশ অফিসারও ছিলেন ।

মা ও মেয়ের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে জন্ম প্রতিবন্ধী রীতা স্থানীয় হাইস্কুলে নবম শ্রেণীর ছাত্রী। অতি রুগ্না বিধবা মা রেগা শ্রমিকের কাজ করে খুব কষ্টেই সংসার চালান । মায়ের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে একই পাড়ার ˚শংকর সেনের পুত্র শিমুল সেন প্রায়ই দুপুরবেলা মেয়েটির বাড়ীতে আসত। প্রায় দুবছর যাবৎ রীতার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করে এবং বিয়ে করার প্রলোভন দেখিয়ে শিমুল মেয়েটির সঙ্গে ঘনিষ্ট শারীরিক সম্পর্ক তৈরী করে । কিছুর্দিন পর রীতা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। লজ্জায় ও ভয়ে প্রথম দিকে বিষয়টি গোপন রাখলেও পরে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাকে সব কথা জানায়। অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যাবার পরেই শিমুলকে বিয়ে করার তাগদা দিলে সে এড়িয়ে যায়। অবশেষে রীতার মা ঘটনাটি পঞ্চায়েতে জানিয়ে সমস্যার সমাধান চাইলে পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে স্থানীয় নেতৃবর্গ ঘটনা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে পরামর্শ দেন যে শিমুল কোর্টের মাধ্যমে রীতাকে বিয়ে করবে এবং রীতার বাড়ীতেই থাকবে । পঞ্চায়েতের প্রধান আরও আশ্বাস দেন যে প্রতিবন্ধী মেয়েকে বিয়ে করলে শিমুল একলক্ষ টাকা সরকারী অনুদান পাবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে রীতা ও শিমুল কোর্টে গেলেও সেদিন নাকি কোর্ট বন্ধ ছিল তাই বিয়ে হয়নি। রীতাকে বোকা বানিয়ে শিমুল সেদিন থেকেই গা ঢাকা দেয়। ইতিমধ্যে গত

I. Chakravarti
10.12.09
...pal Chakravarti
Chairperson
Tripura Commission for Women

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

# ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা ❑ পশ্চিম ত্রিপুরা ❑ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ

তারিখ ঃ



নির্যাতিতা গৃহ পরিচারিকাকে তার পাওনা আদায়ে সাহায্য করল রাজ্য মহিলা কমিশন

রাজধানীর জয়নগরে বসবাসকারী রাবার বোর্ডে কর্মরত এক ব্যাক্তির গৃহে সাহায্যকারিণী রূপে নিযুক্ত ছিলেন বিলোনিয়ার ঈশানচন্দ্রনগরের এক শ্রমিকের স্ত্রী রীণা মুহুরী। তার মাসোহারা ছিল ৫০০ টাকা। গৃহিনীর সঙ্গে মাঝে মাঝে বাগবিতন্ডা হত, সঙ্গে মারধর ও হত। বিগত ২৫/৩/০৯ এই বিবাদ চরমে পৌছায়। তারফলে গৃহিনী পরিচারিকাকে বকেয়া বেতন না দিয়ে, মারধর করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন।

নিরুপায় মহিলাটি কমিশনের দ্বারস্থ হন । গৃহস্বামী ও তার স্ত্রীকে কমিশনে উপস্থিত হবার জন্য চিঠি পাঠানো হয়। উভয়পক্ষের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিল কমিশন । কিন্তু গৃহস্বামী ও তার স্ত্রী কমিশনের ডাকে উপস্থিত হবার দায়বদ্ধতাটুকুও দেখাননি। কমিশন তখন স্থানীয় পুর পরিষদের ১১নং ওয়ার্ডের কাউন্সেলর শ্রীমতি জুয়েল দত্ত চৌধুরীকে এই বিষয়টি দেখতে অনুরোধ জানান। শ্রীমতি চৌধুরীর তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপে বিবাদীপক্ষ রীণার বকেয়া বেতনের টাকা এবং চিকিৎসার খরচ কমিশনে সঙ্গে সঙ্গে জমা দেয় ।

বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটে রীণা মুহুরীর মত মহিলারা রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে আগরতলায় এসে পরিচারিকার কাজ করেন অভাবের সংসারে দু-পয়সা রোজগারের আশায়। সৎপথে থেকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য কোন কাজই অসম্মানের নয়। পরিচারিকার কাজও তো বেঁচে থাকার জন্য একটি কাজ। আমাদের প্রয়োজনেই আমরা পরিচারিকা বহাল করি। তাই তাদের ওপর যে কোন রকম শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন অথবা অর্থনৈতিক বঞ্চনা খুবই অন্যায় ও অমানবিক বলে কমিশন মনে করে। এ বিষয়ে আমাদের সকলকে সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন।

T. Chakravarti
10.12.09

Dr. Tapati Chakravarti
Chairperson
Tripura Commission for Women

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

# ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা ❑ পশ্চিম ত্রিপুরা ❑ পিন - ৭৯৯ ০০১

স্মারক নং ঃ

তারিখ ঃ

১২/৮/০৯ প্রতিবন্ধী মেয়েটি জিবি হাসপাতালে একটি ফুটফুটে ছেলের জন্ম দেয়। জিবি হাসপাতালে প্রসবকালীন সময়ের খরচ চালাতে রীতার দীনদরিদ্র মা পাঁচ হাজার টাকা ধার করে আনেন। শিমূল বা তার পরিবার থেকে চেয়েও কোন সাহায্য তিনি পাননি। এর পর কোন উপায় না দেখে ১২/১০/০৯ রীতা মেলাঘর থানায় অভিযোগ জানায়। রীতার মা কমিশন সদস্যদের বলেন যে শিমূল নিজের জায়গায়ই আছে তবু পুলিশ কেন যে অজ্ঞাতবাসের কারণে তাকে ধরতে পারছে না তা তিনি জানেন না। এদিকে শিমূল মনের আনন্দে আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। অপরাধী আজও গ্রেপ্তার হয়নি। কমিশন জানতে পেরেছে যে একলক্ষ টাকা না পেলে শিমূলের পরিবার রীতার সঙ্গে শিমূলের বিয়ে দেবেনা। অসহায় মা অপেক্ষা করছেন কবে সরকার থেকে শিমূল এক লক্ষ টাকা পাবে এবং তার মেয়েকে বিয়ে করবে।

ত্রিপুরা সরকারের সমাজশিক্ষা ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে কমিশন জানতে পারে যে প্রতিবন্ধী বিবাহকে উৎসাহ দেবার জন্য প্রতিবন্ধী মেয়ে বা ছেলেকে যে ছেলে বা মেয়ে বিয়ে করবে তাকে দপ্তর পুরস্কার স্বরূপ পাঁচহাজার টাকা দেবে। বর্তমান প্রতারণার ঘটনাটিতে কমিশন লক্ষ করছে যে প্রতিবন্ধী মেয়েটি দুদিক থেকে প্রতারিত হয়ে চলেছে। একদিকে, প্রেমের অভিনয় করে প্রতিবন্ধী মেয়েকে অন্তঃসত্ত্বা করা, অপরদিকে শিমূলের পরিবার দপ্তর থেকে শিমূল একলক্ষ টাকা পাবার পর রীতার সঙ্গে শিমূলের বিয়ে দেবে, প্রতিবন্ধী মেয়ে ও তার দুঃখিনী মাকে এই মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া ।

এক হতদরিদ্র মায়ের প্রতিবন্ধী মেয়েকে নিয়ে এরূপ প্রতারণা খুবই অন্যায় ও অনৈতিক বলে কমিশন মনে করে। কমিশন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত এবং গ্রামের অভিবাবকবর্গকে মানবিক দৃষ্টি নিয়ে অতি দ্রুত বিষয়টির ইতিবাচক সমাধানের উদ্যোগ নেবার আবেদন রাখছে।

T. Chakravarti
10.12.09

Dr. Tapati Chakravarti
Chairperson
Tripura Commission for Women